অর্নব আপনার লেখার উত্তর লেখার কোন ইচ্ছাই আমার ছিল না কিন্তু আপনার মিথ্যাচারে না লিখেও পারলাম না। নেবু, ন ঙ্কা আর আছুন , বছুন 'স' এর ভুল উচ্চারন খোদ ঘটিদের ভাষা, যারা খাস কোলকাতার। 'স' উচ্চারনের জায়গায় 'ছ' উচ্চারন ঘটিরাই করে। তারপর 'প' কে 'ফ' 'দুপুর' কে 'দুফুর' 'ফুলকপি' কে 'ফুলকফি' উচ্চারন হলো আদি ক্যালকেসিয়ানদের। তাদের মধ্যের অনেকের অবস্থাতো আরো সঙ্গীন 'বাথরুম' কে বলে বসে 'বাদরুম' 'স্নান' কে 'চান' অথবা 'চ্যান' 'চানাচুরকে' বলে 'চ্যানাচুর'। মিলিয়ে নেবেনতো আমার কথাগুলো আপনার চারপাশে। কান খাড়া করে শুনবেন। নইলে আমায় বলবেন আমি আপনাকে ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার দিয়ে দিব কোলকাতার মানুষজনদের, তাদের সাথে কথা বলে, টেপ করে মুক্তমনায় পাঠাবেন, সবাই শুনবে পারবে তাহলে। আর এ শুধু উত্তর কোলকাতার লোকদের মুখের ভাষা নয় দক্ষিন কোলকাতায়ও এ ভাষা চালু আছে।

জ্ঞান হওয়ার বয়স থেকে আজ অবধি জীবনের অর্ধেকের বেশী সময়ই কবিতা, গান, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সিনেমা, নাটক, পেইন্টিং এর সাথে কাটিয়ে দিয়েছি এবং আজো চেষ্টা করি বেশীর ভাগ সময় ওখানেই ব্যয় করতে। চেষ্টা যদি সচেতনভাবে না ও করি আত্মার টানেই হয়ে যায়। কিছূটা রক্তের দোষ হয়ত, দাদা-পরদাদাদের থেকে পাওয়া, শুনেছি তারাও ভীষন গান-বাজনা ভালোবাসতেন। ছোটবেলা থেকেই শখ ছিল সাহিত্য নিয়ে পড়ব কিন্তু শেষ মূহুর্তে আইন পড়তে গেলেও সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা কমেনি এতটুকুও। এই মাত্র দুমাস আগেই ছয় মাসের একটি শর্ট কোর্স করলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ নিরঞ্জন অধিকারীর অধীনে 'শুদ্ধ উচ্চারন ও আবৃত্তি কর্মশালা' শুধুমাত্র এ ভালোবাসার টানেই। এতোটা জীবন ব্যয় করার পরতো সবিনয়ে এটুকু বলতেই পারি সাহিত্য গিলে না খেলেও, চেখেতো দেখেছি বটেই, নাকি খুব অন্যায় বলা হবে?

'আমি ইনকিলাবী' মনতব্যাটা পড়ে বেশ হাসলাম কিছুক্ষন। আমার সর্মপকে এ ধরনের উন্নত মন্তব্য আপনার মতো উর্বর মস্তিকের বিদ্দ্ধ জনই করতে পারে। অবশ্য যুক্তিতে হেরে, রেগে গেলে অনেকেই উলটো পালটা বকেন বটে। তারপরও আশাকরি আপনার এ লেখাটা আমার নিকটজনদের চোখে পড়ুক। আমি বিশ্বাসী নই বলে, আমার পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেলো বলে তারা আমাকে নিয়ে সদাই
দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকেন, আপনার এ মনতব্য আশাকরছি অন্তত তাদের কিছুটা হলেও আশঙ্কামুক্ত করবে।

ভালো থাকবেন।

তানবীরা তালুকদার
২৫।০৭।০৬

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com